ভুলের মাশুল

জ্যোৎস্না মন্ডল

BANGLADARSHAN.COM

সূচিপত্র

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভগ্ন সিদ্ধান্ত	৩
ভাইফোঁটা	৪
আইও বন্ধু	৫
মঙ্গল বারতা	৬
আস্বাদন	৭
নীতির বিহনে	৮
অহংকার	৯
প্রতীক্ষায়	১০
কমেনি দূরত্ব	১১
ভবপারের চিন্তায়	১২
শূন্য হতে পরিব্রাজক	১৩
একটু উষ্ণতার জন্য	১৪
শুদ্ধিকরণ	১৫
২০১ নম্বর রুম	১৬
ধন্য মানব জীবন	১৭
মন	১৮
মন খারাপের রাতগুলি	১৯
বিজয় নিশান	২০
ভুলের মাশুল	২১
মনে গাঁথা আমগাছ	২২
উপলব্ধির জোয়ার	২৩
ভাবনা অন্তহীন	২৪
মনের প্রতিবিম্ব	২৫
ইচ্ছা	২৬
দায়িত্বভার	২৭

BANGLADARSHAN.COM

ভগ্ন সিদ্ধান্ত

আজকাল কিছুই দেখি না দিনের বেলায়
চোখ বুঁজে আসে ভোরের মিঠেল আলোয়
পাঁজরগুলো যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যায়
রাত কেটে যায় অনিদ্রা আর অবহেলায়।

অজান্তে কেন জানি না এ মন শুধু তোমারেই চায়
আকাশের এক ফালি চাঁদ পথ দেখায়,
সব অহংকার ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে
দিন গুনি স্বপ্নের মায়াজালে তোমারে পাবার আশায়।

সময় তো এখনো আছে শুধরে নেবার
একটা ভুল সারাজীবন এ ভাবে কাঁদায়,
কঠিন ব্রতে দীক্ষামন্ত্র নিয়েও
গন্ডি মানতে নারাজ এ পোড়া মন হায়।

BANGLADARSHAN.COM

ভাইফোঁটা

ভাইবোনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে
বিশ্বাস ও আশ্বাস নিয়ে,
বিশ্বের শত শত ভাইয়ের কপালে আজ
ফোঁটা দেয় বোনেরা শিশির কাজল দিয়ে।

যম দুয়ারে দিয়ে কাঁটা
মঙ্গল কামনায় পড়াবে যে ফোঁটা,
সুরক্ষিত করবে সকল ভাইয়ের জীবন
বোনের আকাঙ্খিত নির্মল বারতা।

আজি এ পুণ্য লগনে
ভাইয়ের কাছে বিনীত নিবেদন,
চরম বিপদ সঙ্কটের কালে
সুরক্ষিত হোক সকল ভগিনীগণ।

BANGLADARSHAN.COM

আইও বন্ধু

আইও বন্ধু আমার বাড়ি
বইতে দিমু পিড়া,
দই কলা দিয়া মাইখ্যা দিমু
শালি ধানের চিড়া।

শীতল পাখার বাতাস করুম
জুড়াইয়া যাইব গা,
এক ঘটি পানি দিয়া
ধোয়াইয়া দিমু পা।

সোনার গাঁয়ে বাড়ি আমার
সামনে বিশাল নদী,
রুই কাতলা ইলিশ খাওয়ামু
থাইক্যা যাও যদি।

আইও বন্ধু আমার বাড়ি
মেঠো পথ দিয়া,
জুড়ামু আমার সাধের পরাণ
তোমায় কাছে পাইয়া।

BANGLADARSHAN.COM

মঙ্গল বারতা

আজ এ কথার কোনো অর্থ নেই
অন্তত আমার কাছে,
অনেক মিথ্যাচার অনেক অত্যাচার
আজ ডাকে পিছে,
এতটা ভাবিয়ে তুলতো না
যদি সব হত মিছে।

নিখাদ ভালোবাসা দিয়ে
তোমাকে নিয়েছিলাম কাছে,
সপ্নিল মনের ভাসমান ভেলায়
ভেসে ছিলাম লাজে,
পবিত্র বন্ধন ছিঁড়ে আজ এ হৃদয়
অন্য এক সাজে।

BANGLADARSHAN.COM

বারতা পেয়েছিলাম বারংবার
প্রতি নিয়ত দিনান্তের সাঁঝে,
আজ একেলা বলিষ্ঠ মন
কত শত সৃষ্টিশীল কাজে,
যা কিছু ভাল মেনে নিতে হয়
স্বল্পমেয়াদী জীবনের মাঝে।

আস্বাদন

সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে বহমান ঋতুর পালাবদল,
বাতাসের সঙ্গে চলে মৃত্তিকার মালাবদল,
অপরিমেয় সুখের তাগিদে করতে হয় হাতবদল,
আকাশে তাই আজ খুশির রঙমহল।

অপাংক্তেয় যা আছে কর তারে রদবদল,
আশার আলো জ্বালিয়ে রাখতে জ্বালাও রংমশাল,
ভাসাও বোধ জীবন নদে, তরী যে আজ টলমল,
সৃষ্টি সুখের আস্বাদন পেতে সইতে হবে ধকল।

BANGLADARSHAN.COM

নীতির বিহনে

প্রকৃতি অনড় অটল সমাজদ্রোহী
আকাশ মেঘাবৃত বাতাস বন্ধ,
শ্বাসরোধ হয়ে আসে মুহুর্মুহু
কালো ধূসর ধোঁয়ায় বিকট গন্ধ।

অনাবিল চাঁদের সাথে রাতের খেলা
এনে দিত সাময়িক ছন্দ,
অমাবস্যার নিকষ কালো অন্ধকারে
প্রকট আজ সমাজের খানা খন্দ।

এলোপাথারি মানুষের পাশবিক অমানবিকতায়
নেই রে আজ কোনো দ্বন্দ্ব,
নিয়ম নীতি নিষ্ঠা দূরে রেখে
পূর্ণ হয় পৈশাচিক আনন্দ।

BANGLADARSHAN.COM

অহংকার

এনোনা আর তারে ডেকে
নাস্তানাবুদ হলে তো কতবার,
কিসের তবে এত আপোষ
যেখানে অপমানিত হতে হয় বারংবার।

আজানুলম্বিত বাহুডোরে রেখো
নম্রতা আর ভদ্রতার আচার,
খসে গেলেও কুড়ায়ে নিয়ে এসে
কোরো তার সদ্ব্যবহার।

রহিতে নারি এই ভুবনের মাঝে
সঙ্গে চলেছে যথেচ্ছাচার,
নত জানু হয়ে খুঁজে খুঁজে ফিরি
নীতিমালার অহংকার।

BANGLADARSHAN.COM

প্রতীক্ষায়

শম্ভুধামের পাশ দিয়ে চলেছি নির্দিষ্ট ঠিকানায়,
চোখটা আপনা আপনি চলে যায়
বাঁ দিকে হলুদ বাড়ীটার তিন তলায়,
একটি মেয়ে খোলা চুলে দাঁড়িয়ে থাকে আমার প্রতীক্ষায়।

আমার চলে যাওয়ার পথে সে মন ভাসিয়ে দেয়,
মনের মধ্যে জমায়িত করে
রাশি রাশি অক্সিজেন এক লহমায়,
সারাদিন আনন্দে কাটে
হাঁফ ধরেনা কোনো কাজের বেলায়।

মনের বিস্তৃত বেলাভূমিতে
কে যেন লাঙ্গল চালায়,
উর্বর ভূমি আজ সৃষ্টির আনন্দ
সাগরে মেলাতে চায়,
প্রতীক্ষার প্রতীক হয়ে সৃষ্টি
আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায়।

BANGLADARSHAN.COM

কমেনি দূরত্ব

কাছে আছো পাশে আছো
নিভৃতে শরীরে লেপটে আছো
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে আছো
নির্ভেজাল মনের গভীরে আছো
তবুও দূরত্ব কমে নি আজো॥

শয়নে আছো স্বপনে আছো
নতুন শাড়ীর ভাঁজে আছো
নবীন প্রাণের আরামে আছো
নতুন ধানের ঘ্রাণে আছো
তবুও দূরত্ব কমেনি আজো॥

নয়নে আছো কর্ণে আছো
মায়াবী সুখের স্পর্শে আছো
রক্ত শিরা ধমনীতে আছো
আবেগের কানায় কানায় আছো
তবুও দূরত্ব কমেনি আজো॥

BANGLADARSHAN.COM

ভবপারের চিন্তায়

মানুষ হইয়া এই ভবে
কী কাজ করিলি হায়,
নিজের দোষ না দেইখ্যা
মানুষ পরের দোষের পিছে ধায়।

পরের জমিন পাহারা দিবি
যত দিন মন চায়,
সব থুইয়া চইল্যা যাবি
ছাই দিয়া সকল আশায়।

বাইল্য কালে হাসলি খেললি
যৌবন কাটাইলি রঙ্গ খেলায়,
বৃদ্ধ কালে আইস্যা ডুবলি
ভব পারের চিন্তায়।

BANGLADARSHAN.COM

শূন্য হতে পরিব্রাজক

কেড়ে নিল শেষ করে সবটুকু গভীর রাতে
এখন পরিব্রাজক ভিখারীর বেশে দুর্ভাগার দেশে,
ফেরত পাবার পথ সংকীর্ণ হতে হতে বন্ধ
রাজার শূন্য তহবিল থেকে ডঙ্কা বাজার আওয়াজ আসে।

রক্তচোষা বাদুরের দল ঝুলন্ত হয়ে আছে দীর্ঘদিন
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়া রক্তে সিক্ত হয় শুখা মাটি নিমেষে,
ক্ষত বিক্ষত হয়ে ঝাঁঝরা হয় কঠিন সময়
মেলেনা কোন জ্যোতির্বিজ্ঞান রাতের শেষে।

BANGLADARSHAN.COM

একটু উষ্ণতার জন্য

কতকাল ধরে ছুটে চলেছি
গ্রাম নদী শহর রাজপথে
সাঁতরে ফিরি পুরনো বাসায়,
রামধনু রঙ মনের পাখায়,
একটু উষ্ণতার জন্য।

হারিয়ে যাওয়া আকাশ নীলে
স্বপ্নেরা জাল বোনে মনের চালে
তাকিয়ে থাকি দূর গগনে,
কত শত ছবি মনের কোণে,
একটু উষ্ণতার জন্য।

হাওয়ায় দোলে নৌকার পাল
মন যমুনা উথাপ পাথাল
রঙ লেগেছে সাদা বকের পাখায়,
মনে তোমার স্বপন রাঙায়,
একটু উষ্ণতার জন্য।

গাঙে আজ জোয়ার এসে
ভাসিয়ে দিল এক নিমেষে
বসন্ত বাতাস এল ফিরে,
ভাটিয়ালি গান উদাস সুরে,
শুধু একটু উষ্ণতার জন্য।

BANGLADARSHAN.COM

শুদ্ধিকরণ

হারায় মন অজান্তে
পূবের আকাশ নীলে,
মনের তরণী ভাসিয়ে দিলাম
নদীর গহীন জলে,
জীর্ণ পথে চলতে চায়না
আমার সাধের জীবন।

নোঙর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর
দিন বয়ে যায় চলে,
ভোর আসেনা রাতের পরে
একান্তে প্রদীপ জ্বলে,
পেয়ে হারাই পথের বাঁকে
জীবনের অমূল্যধন।

BANGLADARSHAN.COM

স্বল্প দিনের পথিক হয়ে
স্থায়ীত্ব চাই পাবার কালে,
ভালো মন্দের বিচার করে,
প্রাপ্তির ঝুলি ভরাই ভুলে,
অনাড়ম্বর পথে গিয়ে
নিজেরে করো শুদ্ধিকরণ।

২০১ নম্বর রুম

একটানা তিন মাস এক পোশাকে এক রুমে এক বেডে
দুই বিনুনীতে চিরুনী পড়েনি দীর্ঘদিন,
চার পাশ থেকে শুধু ওষুধের গন্ধ করছে কেমন ব্যঙ্গ।

সঙ্গে ছিল যে মানুষটি
ঘর ছেড়ে কর্ম ছেড়ে সে ২০১ নম্বর রুমের বাসিন্দা,
বাঁচানোর চেষ্টায় কঠিন ভাবে যুদ্ধ করতে ব্যস্ত
এক মুহূর্ত ছাড়েনি রোগীর সঙ্গ।

বেহুলা লক্ষীন্দরকে নিয়ে এক ভেলায়
স্বর্গরাজ্যে গিয়ে প্রাণভিক্ষা চেয়ে সফল হল-
এই প্রবাদের বাস্তব রূপ ২০১ নম্বর রুমে প্রতীয়মান,
চোখের পলক পড়েনা
একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে একান্ত আপন মানুষটির দিকে,
তার কায়া হোক যতই ত্রিভঙ্গ।

BANGLADARSHAN.COM

ধন্য মানব জীবন

সুখ দুঃখের সুতোয় বাঁধা
পরম লাভের জীবন,
অনাচারে দুরাচারে
হারাই অমূল্যধন।

ছয়টি নদীর সঙ্গমস্থলে
সুস্থিরতার স্বাদ,
প্রেম প্রীতি ভালোবাসায়
রেখো না কোনো খাদ।

সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে
কাটাও অনন্তকাল,
দুঃখের গভীরে সদা হাসে
বুদ্ধিমানের জ্ঞানের সকাল।

BANGLADARSHAN.COM

ধন্য হল মানব জনম
মেটাই মনের সকল আশ,
রক্ষার ভার হাতে তুলে নিয়ে
পূর্ব সংস্কৃতির করি বিকাশ।

মন

মন তোরে বাগে আনতে পারলাম না কোনোদিন,
তুই আছিস নিজের একমাত্র,
কিন্তু এ মন তো নিজের কথা ভাবেনা কখনো,
শুধুই ভাবে অন্যের কথা অন্যের গোত্র।

মনের ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে মন হয়ে যায় এলোমেলো,
মন অদৃশ্য অলক্ষ্যে জড়িয়ে রাখে মনের ভিতর পাত্র,
কঠিন সময়ে সহজ মন যে পথের দিশা দেখায়,
উপলব্ধির জোয়ারে ভাসে এ মন যত্রতত্র।

শিশু মন কৈশোর যৌবন পেরিয়ে আজ বার্ধক্যের দুয়ারে,
মনের কথা মন জানে সঙ্গে কঠিন মন্ত্র,
খাদের কিনারে মন কাঁদে নীরব অভিমানে,
মনের উপর জোর চলেনা
মন তো মেলেছে বিশাল ছত্র।

BANGLADARSHAN.COM

মন খারাপের রাতগুলি

মন খারাপের ঝুলি পরিপূর্ণ হয় কেবলমাত্র রাতের বেলায়,
ঘুম আসেনা কিছুতেই.....
কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শুনতে পাই
ঘড়ির টিকটক আওয়াজ,
পাহারাদার দু রাউন্ড বাঁশী বাজিয়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ,
চোখের জলে অজান্তে বালিশ ভিজে যায়।

পাওয়ার চেয়ে হারাই বেশি,
ভালোবাসার জ্বালায় ভাসি,
রঙিন স্বপনের মোহ জালে
গলায় পরি প্রেমের ফাঁসি।

রাতের তারারা মিট মিট করে আর জ্বলেনা,
চাঁদের প্রভায় গভীরতা খুঁজে মরেছি হায়,
নতুন প্রভাতের সূচনা হয় অশ্রুধারা দিয়ে,
মন খারাপের রাতগুলি রচিত হয় ইতিহাসের পাতায়।

BANGLADARSHAN.COM

বিজয় নিশান

অভিনন্দন জানাই বিজয়ী কৃষকদের
তোমাদের কাছে আছে লড়াই শেখার,
কিভাবে জিনে নেবে কঠিন পথে
নিজেদের যত পাবার অধিকার।

সফল হয়েছে এতদিনের সংগ্রাম
রয়েছো বুকে গভীর শত ক্ষত,
মৃত্যুরে কখনো ভয় পাওনি এতটুকু
শাসকের কাছে করোনি মাথানত।

বিজয় পতাকা উড়ছে আকাশে আজ
মহা কলরব ধনী গরীবের প্রাঙ্গনে,
নতুন ভোরের সূর্যের সাথে
তোমাদের লড়াই আজ মুক্তাঙ্গনে।

BANGLADARSHAN.COM

ভুলের মাশুল

আজ ভুলের মাশুল গুনতে গুনতে ক্লান্ত,
ভুলের নেই রে কোনো ক্ষমা,
জেনে শুনে বিষপান করেছি না হয়ে ক্ষান্ত,
দোষারোপ নিজেকেই করি হয়ে ত্রিযামা।

আজ প্রকাশের সময় হয়েছে অফুরন্ত,
বাধা না পেয়ে লেখনী আজ নিমেষে মনোরমা,
কঠিন পথের ইতিহাস হয়েছে জলজ্যান্ত,
কোণঠাসা নির্বাক ভুলের মূল্যায়নের পথে তাই নামা।

ভুল তো ভুলেরই পিছু পিছু চলে অনন্ত,
উপলব্ধির গ্রন্থির সাথে হোক একাত্মা,
মনের গভীরে আসুক পাগল বসন্ত,
ভুলের ভীড়ে মিশে যাবে যত আছে ক্লেদ জমা।

BANGLADARSHAN.COM

মনে গাঁথা আমগাছ

বাগানের আমগাছটি আম দিত অনেক প্রতি বছর,
খুব মিষ্টি আর সুস্বাদু বলে খেয়ে যেতাম পর পর,
কখনো ছাল ছাড়িয়ে
আবার কখনো দাঁত দিয়ে চিরে
আম গাছের নীচে যাবার জন্য
প্রতীক্ষা চলত প্রতি দুপুর।

আমের বয়মে ভরা থাকতো
থরে থরে আমের আচার,
আমসত্ত্ব বানানো হত
রোদে শুকানোর পর,
মুল চলতো পড়ার ফাঁকে ফাঁকে
মন পড়ে রইত বাগানে আম গাছটির উপর।

BANGLADARSHAN.COM

কালবৈশাখী ঝড়ে আম গাছটি
ভেঙ্গে পড়ল সপাটে ভূমির পর,
কচিকাকলীদের জীবন হল
নিরাশার শুষ্ক বালুচর।

উপলব্ধির জোয়ার

সঙ্গে নিয়ে কালের গতি
বয়ে চলুক নেই তো ক্ষতি,
জীবনটা যে একরত্তি
হৃদয়ে থাকুক অসীম ফূর্তি।

রবির কিরণে উজ্জ্বল মতি
শান্তি আনবে বিশ্বপতি,
প্রাণস্পন্দন দ্রুত অতি
নেই পারাবারে সময়ের খামতি।

নোঙর বাঁধার জন্য মাতি
বন্দি তোমায় দিবা রাতি,
যাবার পথে সব স্বজাতি
হিসেব চাইতে আঁচল পাতি।

BANGLADARSHAN.COM

ভাবনা অন্তহীন

প্রথম প্রেমের অন্তিম লগ্নে
বিমর্ষ ছিলাম কিছুটা বেশ কয়েকটা দিন,
জানা অজানা দেনা পাওনার
সংঘর্ষ চলত প্রতিদিন,
এভাবে টেনে হিঁচড়ে সম্পর্ক বাঁচাতে
হয়েছে আকণ্ঠ ঋণ,
বন্ধ দুয়ারে আজ অপেক্ষিত
প্রথম প্রেমের আলাপন।

তোমারে জীবনের ধ্রুবতারা জেনেও
পথ হল সংকীর্ণ,
ভোরের রবির স্নিগ্ধ আলোয়
আজ যে সবই বিদীর্ণ,
শুধাই নিজেরে কঠিন করে
কেন আজ এত বিবর্ণ,
বেরোতে হবেই এ পথ দিয়ে
সম্মুখে অশুভ শক্তি অবতীর্ণ।

BANGLADARSHAN.COM

মনের প্রতিবিম্ব

অসীম কালের হিল্লোলে আছে
জীবন সুখের আঁধার,
প্রতিবিম্বের মাঝে আঁকা
নিয়ম নীতির চাকার,
ধবল মন বিকশিত হোক
হোয়ো না নিরুত্তর
ভুল পথে পা দিও না
কাছেই আরশি নগর।

রোদ জড়ানো পথের বাঁকে
দেখা পেলাম তার,
পোষা ময়না ডাক দিলে
রক্ষে নেই রে আর,
জেরায় জর্জরিত মালিক যিনি
জীবন কেন কাঁটার?
মন পাখি বিবাগী হয়ে
ঘুরে মরে বিশ্বচর।

BANGLADARSHAN.COM

ইচ্ছা

ইচ্ছা করে আকাশ নীলে
উড়বো দুই ডানা মেলে,
ইচ্ছা করে রামধনু রঙ
মাখবো গায়ে তোমায় পেলে,
ইচ্ছা করে পাহাড় চূড়ায়
বসে থাকি প্রকৃতির কোলে,
দিগন্ত রেখা যেথায় মেশে
স্পর্শ করি মনের ভুলে।

পূব গগনে সূর্যিমামা
আলো ছড়ায় ওঠার কালে,
মাটির দাওয়ায় আল্পনা দেয়
চালের গুঁড়ো মিশিয়ে জলে,
নবান্নতে নতুন ধানের
ঘ্রাণ আসে দিনের কালে,
উৎসবেতে মাতল ভুবন
হাওয়া লাগে মনের পালে।

বাতাসে আজ দোল লেগেছে
ধানের শীষ হাওয়ায় দোলে,
তোমার কথাই ভাবছি বসে
লাজে টোল পড়ে গালে,
দিনের শেষে রক্তিম আভা
পশ্চিমে রবি পড়লে ঢলে,
ইচ্ছা আজ পানসি ভাসাই
নতুন করে জোয়ার জলে।

BANGLADARSHAN.COM

দায়িত্বভার

সাধ হয় তরনী ভাসাই মাঝ দরিয়ায়,
মনে পড়ে কাগজের নৌকা ভাসাতাম বৃষ্টির জলে সেই ছেলেবেলায়,
এবার পৌঁছে যাবো প্রেম নদীর মোহনায়,
মিশে যাবে যত আছে গ্লানি তোমার দুরন্ত আঙিনায়।

সাত রঙা রামধনু রঙে রাঙিয়ে দিলে সিঁথি বিকেল বেলায়,
নির্ভরতা বিশ্বাসের মোড়কে বাসা বাঁধে রোজ নামচায়,
কঠিন হৃদয় ভেঙে চুরমার ভালোবাসার দুর্দামতায়,
আমি আজ তৃপ্ত ষোড়শী সমাজের কর্কশ বাস্তবতায়।

হাতছানি আজ পরতে পরতে দূর দিগন্ত নীলিমায়,
মজি প্রেম মাঝে তাই তো পাশরি মরে যাই দহন জ্বালায়,
সহিতে পারি শতেক ব্যথা তুমি যে আছো বেদনায়,
সামলে ধরিবো বৈঠাখানি অতল জলের খেলায়।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥